চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার

শ্যামল দত্ত



বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার

শ্যামল দত্ত

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল : মে/২০২২

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাকির হোসেন রাজু

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মো. নিজামূল কবীর

ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল

সহযোগিতায়

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

মো. সবুজ মিয়া

বানান : সুলতানা মাহমুদা বেগম

বর্ণ বিন্যাস : ওবায়দুল হক

প্রচ্ছদ

সমর মজুমদার

মুদ্রণ

কথা এন্টারপ্রাইজ

৪৫০, দক্ষিণ ধনিয়া, পাটেরবাগ, কদমতলী, ঢাকা-১২৩৬

মূল্য : ৪০০/- (চারশত টাকা মাত্র)

FILM PRESERVATION AND RESTORATION by Shyamal Dutta

Copyright & Publisher : Bangladesh Film Archive, Ministry of Information & Broadcasting, F-5, Agargaon Administrative Area, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Phone : +88-02-41024636

Email : bfarchivebd@gmail.com, dg@bfa.gov.bd

Website : www.bfa.gov.bd

Price : BDT 400/- (Four Hundred Taka Only)

ISBN : 978-984-955330-7-8

বিষয়সূচি

	বিষয়	পৃষ্ঠা
সার-সংক্ষেপ		১৫
ভূমিকা		১৯
প্রথম অধ্যায়	১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা	২৫
	১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু ও যৌক্তিকতা	২৫
	১.৩ গবেষণা পদ্ধতি	২৮
	১.৪ গবেষণার জন্য প্রশ্ন নির্ধারণ	৩২
	১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	২.১ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের ইতিহাস	৪১
	২.২ বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ	৪৭
তৃতীয় অধ্যায়	৩.১ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা	৫৪
	৩.২ চলচ্চিত্র সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি	৫৯
	৩.৩ চলচ্চিত্র সংরক্ষণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার	৬১
	৩.৪ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা	৬৪
চতুর্থ অধ্যায়	৪.১ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে আর্কাইভের ভূমিকা	৭৩
	৪.২ ফিল্ম স্টক কাঠামো	৮৪
	৪.৩ চলচ্চিত্র ক্ষতিগ্রস্ততার কারণ অনুসন্ধান	৮৭
	৪.৪ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ	৯০
পঞ্চম অধ্যায়	৫.১ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	৯৪
	৫.২ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	১০২
	৫.৩ চলচ্চিত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা	১২০
	৫.৪ বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত চলচ্চিত্র ও পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা	১২৪
	কেস স্টাডি- ১	১২৫
	কেস স্টাডি- ২	১২৭
	কেস স্টাডি- ৩	১২৯
	কেস স্টাডি- ৪	১৩০
	কেস স্টাডি- ৫	১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়	৬.১ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	১৩৫
	৬.১.১ নিবিড় পর্যবেক্ষণ	১৩৫
	৬.১.২ প্রাথমিক বা সরাসরি পদ্ধতি	১৩৬
	৬.১.৩ মাধ্যমিক বা সহায়ক পদ্ধতি	১৪০
	৬.২ পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ	১৪১

সার-সংক্ষেপ

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে আসছে। কিন্তু বাস্তবিকতা এই যে, মানুষ মরণশীল। এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। যখন বোঝা গেল মৃত্যুকে রোধ করা অসম্ভব তখন মৃত মানুষের দেহ কী করে সংরক্ষিত রাখা যায় সেই তৎপরতা শুরু হলো। প্রাচীন মিশরীয়রা মানুষের দেহাবশেষ মমি করে রাখার একটি বিশেষ প্রক্রিয়াও উদ্ভাবন করে। এরপর সময়ের সাথে সাথে মানুষের অমরত্বের ভাবনা আবারও বদলায়। মানুষ এবার তার সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে যুগ-যুগ ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা শুরু করে। মানবসভ্যতার অনেক আগে থেকেই এরকম ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। তাই পর্বত-গুহার চিত্রকর্ম, শিলালিপি, ভূর্জপত্রলিপি ইত্যাদি মাধ্যমে মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই সৃজনশীল প্রচেষ্টা মানুষকে ক্রমশ শিল্পের পথে নিয়ে যায়। আর এভাবেই সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলাসহ শিল্পচর্চার অসংখ্য জানালা উন্মোচিত হতে থাকে। শুধু শিল্পকলা নয়, বিজ্ঞানচর্চাতেও মানুষ ক্রমশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের অসাধারণ সাফল্য মানুষের সৃষ্টিশীল মেধাকে আরও সুদূরপ্রসারী করেছে। পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অসংখ্য কৃতী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করেছেন। আর এভাবে তাঁরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে বিশ্বে অমরত্ব লাভ করেছেন।[১]

বিজ্ঞান ও শিল্পের যৌথ প্রয়াস চলচ্চিত্র। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা এবং বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবন এই শিল্পকর্মটির সঙ্গে যুক্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য বিজ্ঞানী এবং শিল্পীর সুদীর্ঘ সময়ের অবদান চলচ্চিত্রকে একটি কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদা দান করেছে। তাই চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে পরিচিত ফ্রান্সের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় (অগাস্ট লুমিয়ের ১৮৬২-১৯৫৪, লুই লুমিয়ের ১৮৬৪-১৯৪৮) যেমন স্মরণীয়, তেমনি চিরস্মরণীয় মার্কিন উদ্ভাবক টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফিল্মের ৩৫ মি.মি. ফরম্যাট আজও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) টমাস আলভা এডিসনকে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোত্তম আবিষ্কারক হিসেবে মন্তব্য করেছেন।[২]

নির্মাতা হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন (Sergei Mikhailovich Eisenstein, 22 January 1898-11 February

নিদর্শন ও সংগ্রহ ধ্বংস হয়ে যায়। হীরালাল সেন নির্মিত কোনো চলচ্চিত্র আজ আর কোথাও সংরক্ষিত নেই। প্রামাণ্য দলিল হিসেবে হীরালাল সেনের সৃষ্টি চলচ্চিত্র এখন কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর নামটিও এখন অনুজ্জ্বল এবং প্রায় অনুচ্চারিত।[৩]

উপমহাদেশে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় ছবি সত্যজিৎ রায়ের *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫), তপন সিংহের *কাবুলিওয়ালা* (১৯৫৬), ঋত্বিককুমার ঘটকের *মেঘে ঢাকা তারা* (১৯৬০), মৃণাল সেনের *একদিন প্রতিদিন* (১৯৮০) ইত্যাদির পাশাপাশি এ দেশের জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০), ঋত্বিককুমার ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩), আলমগীর কবিরের *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৩), আবদুল্লাহ্ আল মামুনের *সারেং বৌ* (১৯৭৮), শেখ নিয়ামত আলী ও মসিহউদ্দিন শাকেরের *সূর্যদীঘল বাড়ী* (১৯৭৯), গৌতম ঘোষের *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৯৩) এবং আরও অনেক ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



শেখ নিয়ামত আলী ও মসিহউদ্দিন শাকের নির্মিত *সূর্যদীঘল বাড়ী* (১৯৭৯)

শেখ নিয়ামত আলী ও মসিহউদ্দিন শাকের নির্মিত *সূর্যদীঘল বাড়ী* (১৯৭৯)। কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে এটি বাংলাদেশের প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ছবিটি ১৯৮০ সালে জার্মানিতে ম্যানহেইম চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়ে ৩টি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে।

যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এসব ছবি হারিয়ে গেলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা হবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি। কেননা আপন শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই একটি জাতিসত্তা তার নিজের পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে মেলে ধরে।

ভূমিকা

চলচ্চিত্র যেকোনো দেশ ও জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কেননা এটিই একমাত্র মাধ্যম যেখানে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সরাসরি প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জহির রায়হান নির্মিত *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১) বিশেষভাবে স্মর্তব্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিল হিসেবে এই প্রামাণ্যচিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



জহির রায়হান নির্মিত *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল

মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে দেশ ও জাতির ইতিহাস লেখা হয়। পরবর্তী সময়ে লিখিত ইতিহাস নিয়ে মতবিরোধও দেখা দিতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্র নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। অবশ্য চলচ্চিত্রটি ভিন্নভাবে অথবা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হলেও মূল বিষয়টি আড়াল করা খুবই কঠিন। কাজেই চলচ্চিত্রকে জাতি তার ইতিহাসের তথ্য ভাণ্ডারের জন্য একটি বিশ্বস্ত উৎস হিসেবে অবশ্যই বিবেচনা করতে পারে। অস্ট্রেলিয় চলচ্চিত্র বোদ্ধা জন ডব্লিউ হুড (JOHN W HOOD) বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম : 'দ্য ব্লিডিং লোটাস : নোশনস্ অব নেশন ইন বাংলাদেশি সিনেমা' (THE BLEEDING LOTUS : NATIONS OF NATION IN BANGLADESHI CINEMA)। প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার এই বইয়ে জন হুড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে জাতির ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানের সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যুদ্ধজয়ের ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য জন হুডকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে।[১]

সিনেমার পর্দায় তুলে ধরার প্রথমদিককার উদ্যোগ– কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির পুনর্জন্মের বর্ণনায়ও তা উঠে এসেছে।[৩০]



এ দেশেই নির্মিত হয়েছে বহুল প্রশংসিত *জাগো হুয়া সাভেরা* (১৯৫৯)

কেস স্টাডি- ২

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের প্রথম পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যাবতীয় ফিল্ম ফুটেজ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বলাই বাহুল্য যে, ১৬ মি.মি. এবং ৩৫ মি.মি. ফিল্ম-এ বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য ফুটেজ তখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ডিএফপি-র ফিল্ম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, বাঙালি কর্মী-কুশলীরা অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে সেই ফুটেজটি রক্ষা করেছিলেন। তৎকালীন এ দেশেরফিল্ম ডিভিশন (বর্তমানে ডিএফপি)-এর বাঙালি কুশলীরা সেই ভাষণটি ৩৫ মিলিমিটার সেলুলয়েড ফিল্মে ধারণ করেছিলেন। তারপর নিজেদের উদ্যোগেই তারা সেই ফিল্ম নেগেটিভ পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। এই ঐতিহাসিক ছবিটি ছাড়াও স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, বঙ্গবন্ধুর কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক মৈত্রী চুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরসহ ১৯৭৫-এর মর্মান্তিক ১৫ই আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন দেশ সফর ও কর্মকাণ্ডের অসংখ্য ফুটেজ ডিএফপি ধারণ করেছে।

তাই সব ধরনের ফিল্ম ফরম্যাট দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের জন্য এখন অবশ্যই ডিজিটাইজেশন করা দরকার। ফিল্ম ডিজিটাইজেশনের পর সেটি ভিডিয়ো ফরম্যাট বা হার্ডড্রাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একাধিক ফরম্যাটে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। তবে ডিজিটাইজড্ পদ্ধতিই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে।[৩১]

কেস স্টাডি- ৩

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস দেবদাস অবলম্বনে উপমহাদেশে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া *দেবদাস* (১৯৩৫) চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ছবির নাম ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়া নিজেই অভিনয় করেছিলেন। এ ছবির অন্য দুটি মূল চরিত্র পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে যমুনা বড়ুয়া এবং চন্দ্রাবতী দেবী। এরপর ১৯৩৬ সালে হিন্দি ভাষায় এবং ১৯৩৮ সালে অসমীয়া ভাষায় ছবিটি মুক্তি পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ছবিটির বাংলা সংস্করণের সকল ভারতীয় প্রিন্ট কলকাতার নিউ থিয়েটারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়।

ছবিটির একটিমাত্র প্রিন্ট বর্তমানে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এ সংরক্ষিত রয়েছে। সেটিরও প্রায় ৪০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে ৩৩তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (International Film Festival of India) ভারতীয় রেট্রোস্পেকটিভস্ (Indian Retruspectives)-এ প্রদর্শনের জন্য এই ছবিটির প্রয়োজন হয়। ২০০২ সালের ১ থেকে ১০ই অক্টোবর ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত উৎসবে ছবিটির ৩টি ভার্সন (Version) প্রদর্শিত হয়–

(১) *দেবদাস* (১৯৩৫), পরিচালক : প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, হিন্দি-বাংলা, সাদা-কালো, দৈর্ঘ্য- ১৪১ মিনিট

(২) *দেবদাস* (১৯৫৩), পরিচালক : বেদান্তম রাঘভাইয়া, তেলেগু, সাদা-কালো, দৈর্ঘ্য- ১৯১ মিনিট

(৩) *দেবদাস* (১৯৫৫), পরিচালক : বিমল রায়, হিন্দি, সাদা-কালো, দৈর্ঘ্য- ১৫৯ মিনিট

(৪) *দেবদাস* (২০০২), পরিচালক : সঞ্জয়লীলা বনসালি, হিন্দি, রঙিন, ৩৫ মি.মি.

যেহেতু ছবিটির বাংলা ভার্সন একটিমাত্র কপি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এ সংরক্ষিত আছে, তাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের কাছে ছবিটির একটি কপি চেয়ে অনুরোধ জানায়। এ প্রসঙ্গে দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া-য় প্রকাশিত ভারতীয় সাংবাদিক ও লেখক নিখাত কাজমি (Nikhat Kazmi)-র

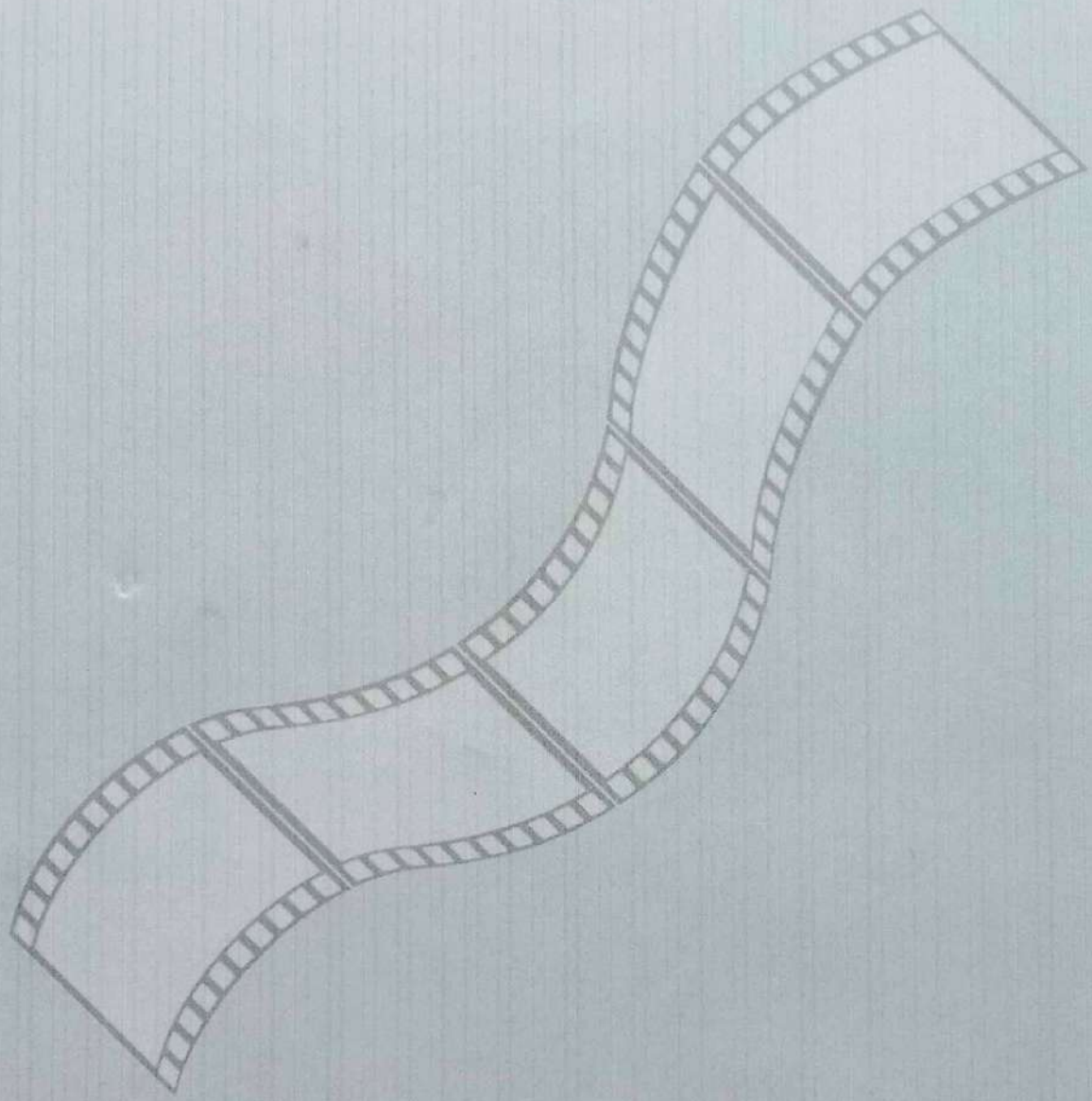
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকাশনাসমূহ : ৯১ টি

(২০০৪-২০২২)

১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২৫ বছর : রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ২০০৪।
২. উদয়ন চৌধুরী, সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ২০০৯।
৩. বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, ২০০৯।
৪. বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব, অদিতি ফাল্গুনী গায়েন ও হুমায়রা বিলকিস, ২০০৯।
৫. WOMEN ON SCREEN : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, ২০০৯.
৬. চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, তপন বাগচী, ২০১০।
৭. সুমিতা দেবী, অব্যয় রহমান; প্রথম সংস্করণ- ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১।
৮. চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন, হারুনর রশীদ; প্রথম সংস্করণ- ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১।
৯. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি, ড. মো.আমিনুল ইসলাম, ২০১১।
১০. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর : লোকজীবনের উপস্থাপনা, ড. তপন বাগচী, ২০১১।
১১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা, মো. রফিকুল ইসলাম, ২০১১।
১২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, অনুপম হায়াৎ, ২০১১।
১৩. মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে. এম. আব্দুর রউফ : স্মারক গ্রন্থ, ২০১১।
১৪. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি, ২০১১।
১৫. আমাদের চলচ্চিত্র, মো. ফখরুল আলম; প্রথম সংস্করণ- ২০১১, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১২।
১৬. Digital Filmmaking in Bangladesh : Potential Trends and Problems, Dr. Fahmidul Haq, ২০১২.
১৭. চলচ্চিত্রকার বাদল রহমান : জীবন ও কর্ম, আবু সাঈদ মো. মেহেদী হাসান, ২০১২।
১৮. চলচ্চিত্র শিল্পী আব্দুস সামাদ : জীবন ও কর্ম, ড. রশীদ হারুন, ২০১২।
১৯. মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, ড. কাবেরী গায়েন, ২০১২।
২০. কুশলী চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম, মীর শামছুল আলম বাবু, ২০১৩।
২১. তারেক মাসুদ, রুবাইয়াৎ আহমেদ, ২০১৩।
২২. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ ও লক্ষ্য এবং কার্যক্রম (১৯৬৩-২০১১), অব্যয় রহমান, ২০১৩।
২৩. লালনের জীবন নির্ভর চলচ্চিত্রে লালন দর্শনের রিপ্রেজেন্টেশন, নন্দিতা তাবাসসুম খান, ২০১৩।
২৪. অভিনয় শিল্পী সুলতানা জামান জীবন ও কর্ম, সূচিত্রা সরকার, ২০১৪।
২৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা, ২০১৪।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল

১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১ম সংখ্যা, ২০০৮।
২. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ২য় সংখ্যা, ২০০৯।
৩. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, ২০১০।
৪. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১।
৫. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৫ম সংখ্যা, ২০১২।
৬. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৩।
৭. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৭ম সংখ্যা, ২০১৪।
৮. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৮ম সংখ্যা, ২০১৫।
৯. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৯ম সংখ্যা, ২০১৫।
১০. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১০ম সংখ্যা, ২০১৬।
১১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১১তম সংখ্যা, ২০১৬।
১২. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১২তম সংখ্যা, ২০১৭।
১৩. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১৩তম সংখ্যা, ২০১৭।
১৪. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১৪তম সংখ্যা, ২০১৮।
১৫. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১৫তম সংখ্যা, ২০১৯।
১৬. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১৬তম সংখ্যা, ২০২০।
১৭. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১৭তম সংখ্যা, ২০২১।
১৮. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১৮তম সংখ্যা, ২০২২।



বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : +৮৮০২ ৫৮১৫১৪৪৫
E-mail: bfarchivebd@gmail.com, dg@bfa.gov.bd
Website: www.bfa.gov.bd

978-984-95330-7-8